123

দৈনিক বাংলা

তারিখ 03 JAN 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

বই খাতা পেন্সিল

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শনিবার বলেছেন যে তিনি ছাত্রদের হাতে এখন থেকে বই খাতা পেন্সিল দেখতে চান। তিনি বলেছেন, এ দেশের ছাত্ররা ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন করেছে, স্বাধীনতার জন্য লড়েছে এবং স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। এখন তাদের দায়িত্ব হচ্ছে বই-কলম নিয়ে শিক্ষায় মনোনিবেশ করা এবং ভবিষ্যতে দেশের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য নিজেদের গড়ে তোলা।

১৯৫২ থেকে '৯০ পর্যন্ত এদেশে ছাত্ররা যে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছে তার ফলে এখন দেশে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যখন ছাত্রদের অধ্যয়নে পরিপূর্ণ মনোনিবেশ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং পরে '৮২ থেকে '৯০ পর্যন্ত দেশে যে পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল তাতে করে ছাত্রদের আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। ছাত্ররা তখন সে দায়িত্ব আন্তরিকভাবে পালন করেছে। বিভিন্ন আন্দোলনে রেখেছে বলিষ্ঠ ভূমিকা। এখন দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়ে উঠেছে, উদ্ভব ঘটেছে সম্পূর্ণ এক পৃথক পরিস্থিতির। এখন এই গণতান্ত্রিক পরিবেশে ছাত্রদের কর্তব্য হচ্ছে লেখাপড়ায় আত্মনিয়োগ করা, বই খাতা পেন্সিল হাতে তুলে নেয়া, দেশ গঠনে ভূমিকা রাখার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ।

স্বাধীনতার পর নানাভাবে আমাদের সময়ের অপচয় ঘটেছে। জনগণের দারিদ্র্যমোচন—তাদের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন ছিল স্বাধীনতার অন্যতম লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য পূরণ হয়নি। গত বাইশ বছরে দেশে যতটা উন্নয়ন হবার কথা ছিল তা হয়নি। যেটুকু উন্নয়ন হয়েছে তার সুবিধাও জনগণ ভোগ করতে পারেনি। তাই এখন সময় এসেছে দেশকে গড়ে তোলার, দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনের, জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ নেয়ার। এর জন্য যে পূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ প্রয়োজন এখন তা সৃষ্টি হয়েছে। তাই আমাদের এখন জাতীয় কর্তব্য হচ্ছে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের সাথে সাথে তা দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠার। এসব লক্ষ্য বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে হবে ছাত্রদেরই। আর সে জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষার—জাতির ভবিষ্যত দায়িত্ব গ্রহণের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে তোলবার। এটা সম্ভব হতে পারে ছাত্রদের পঠন-পাঠনে মনোনিবেশের মধ্য দিয়েই। একটি আত্মনির্ভরশীল মর্যাদাসম্পন্ন জাতি গড়ে তোলবার এটাই সঠিক পথ।

প্রধানমন্ত্রী ছাত্রদের সন্ত্রাস মোকাবিলায় সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলবার যে আহবান জানিয়েছেন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সন্ত্রাস আমাদের জাতীয় অগ্রগতির পথে মারাত্মক অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা একদিকে যেমন গণতান্ত্রিক পরিবেশকে বিপন্ন করছে তেমনি অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন কর্মকান্ডকে বিঘ্নিত করছে। তাই আমাদের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য জাতিকে সন্ত্রাসের কবল থেকে মুক্ত করতে হবে। আর এ ব্যাপারে সরকারী প্রয়াসের পাশাপাশি ছাত্রদেরও সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। প্রকৃত- পক্ষে এ ব্যাপারে ছাত্ররা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী ছাত্রদের শিক্ষা শেষে চাকরির মোহ পরিত্যাগ করে আত্মকর্মসংস্থানে ব্রতী হতে বলেছেন। কেননা, চাকরির সুযোগ দেশে সীমিত, পক্ষান্তরে, বর্তমান সরকারের গৃহীত ব্যবস্থাবলির ফলে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ অবারিত। ছাত্ররা যদি এসব সুযোগ গ্রহণ করে তাহলে একদিকে যেমন বেকার সমস্যার সমাধান হবে, অন্যদিকে জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড জোরদার হবে।

আমাদের বিশ্বাস, প্রধানমন্ত্রী বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রদের প্রতি যে আহবান জানিয়েছেন সচেতন ছাত্র সমাজ দেশ ও জাতির অগ্রগতির স্বার্থে তাতে আন্তরিকভাবে সাড়া দেবে।